পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২২-২৩ অর্থ বছর

উপজেলা পরিষদ

রূপগঞ্জ , নারায়ণগঞ্জ ।

উপজেলার পরিচিতি ও আর্থসামাজিক তথ্যঃ

রাজধানী ঢাকার পূর্ব সীমানায় মৃদুমন্দ স্রোতস্বীনী শীতলক্ষ্যার দুই তীরের বিসত্মীর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে উঠা জনপদ নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলা।ভৌগোলিক ভাবে এ উপজেলার উত্তরে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলা, পশ্চিমে রাজধানী ঢাকার ডেমরা, সবুজবাগ ও গুলশান থানা, দক্ষিণে সোনারগাঁ ও পূর্বে আড়াইহাজার ও সোনারগাঁ উপজেলা।

উপজেলা টি প্রায় ২৩°৩৭র্ ও ২৩°৫৪র্ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২৮র্ ও ৯০°৩৭র্ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। আয়তন প্রায় ১৭৬ বর্গকিলোমিটার বা ৬৮.০২ বর্গমাইল।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামে জামদানি পল্লী। তারাব পৌরসভার ভেতরেই বিসিকের এ জামদানি পল্লী।কয়েকশ তাঁতে নারী-পুরুষ মিলিয়ে এক হাজারের বেশি কারিগর রয়েছেন সেখানে। যুগ যুগ ধরে ওই এলাকায় জামদানি শাড়ি তৈরি হচ্ছে। জামদানি তৈরির জন্য রূপগঞ্জের খ্যাতি দীর্ঘদিনের। এ এলাকার রূপসী, কাজীপাড়া, বেছাকুর, খাদুন, মইকলি, মোরগাকুল, পবনকুল, বরাব, সোনারগাঁয়ের বারদী ও বারগাঁয়ে জামদানি তৈরি হয়। কাপড়ে সুতা তোলা, সুতা রঙ করা আর শাড়ি বুনন ও নকশার কাজে সর্বদাই ব্যস্ত সময় কাটান জামদানি কারিগরগণ।

জামদানির নাম করন-

'জামদানি' শব্দটি ফার্সি ভাষা থেকে এসেছে। ফার্সি জামা অর্থ কাপড় এবং দানা অর্থ বুটি, সে অর্থে জামদানি অর্থ বুটিদার কাপড়। আরেকটি মতে, ফারসিতে 'জাম' অর্থ এক ধরনের উত্কৃষ্ট মদ এবং 'দানি' অর্থ পেয়ালা।জামদানি বাজারজাত করণে ডেমরা ও বিসিক জামদানি পল্লীতে দুটি বিখ্যাত বাজার বসে। প্রতি শুক্রবার ভোর রাতে দেড় থেকে দুঘণ্টার জন্য এ বাজার বসে। ভোর ৩টা সাড়ে ৩টার দিকে বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁত মালিকরা তাদের এক সপ্তাহে তৈরি শাড়ি নিয়ে হাটে আসেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে পাইকাররা সেখানে গিয়ে জামদানি নিয়ে যান। সাপ্তাহিক এই

জামদানি হাটের সঙ্গে তাঁত শ্রমিকদের বেতন দেয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ত। অর্থাৎ শ্রমিকরা মজুরি পান সাপ্তাহিক ভিত্তিতে।

যাতায়াত-এ হচ্ছে রূপগঞ্জের তারাব জামদানি পল্লীর গল্প। নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর ব্রিজ হয়ে রূপগঞ্জ উপজেলা সদরে যাওয়ার পথে তারাব পৌরসভার ভেতরেই বিসিকের এ জামদানি পল্লী।

২. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ:

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে উপজেলার 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন'। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সন্নিবেষন এমনভাবে করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায়। তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে লব্ধ শিক্ষা)। কোন্ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন্ লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কার্যালয় হতে সমবায় সমিতির সদস্যদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে কার্যালয়, পল্লী উন্নয়ন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় হতে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন এবং ঋণখেলাপী হয়ে যাচ্ছেন। উপজেলার সকল ইউনিয়ন ৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা ১। গৃহীত ঋণের অর্থ সঠিক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। ২। ঋণের অর্থ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ করা। কার্যক্রম নেই ৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা ১। উপজেলা পরিষদ ৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। উপজেলার সকল ইউনিয়ন উপজেলার সকল জনগণ ১। দুর্যোগের সময় জনগণের করণীয় সর্ম্পকে ধারণার অভাব। ২। দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকার্য পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নেই। ১। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে। উপজেলার সকল জনগণ ১। প্রতি ইউনিয়নে ১ টি (১১ ইউনিয়নে ১১ টি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। মশক নিধনে ০৯ টি ফগার মেশিন ক্রয় করা যেতেম পারে। কেন- সেটা জানতে হবে। কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন্ উদ্যোগ কাজ করেনি? কোন্ পন্থা গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থা বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দা কথা হলো, বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির পরিবর্তে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কেননা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের জন্য একটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। উপজেলাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে এবং/অথবা উন্নয়নের জন্য খাত চিহ্নিত করতে হয়। অপরদিকে, বার্ষিক পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট প্রকল্প/পদক্ষেপ চিহ্নিত করবে। উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবালি শেষে ৫ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে। বাঞ্ছারামপুর উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আর্থ-সামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারণ অনুসন্ধান করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাস্থ্য খাতে উপজেলার সরকারি

হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের অবকাঠামো ও উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে না। ইউনিয়ণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে প্রতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সুবিধা অপ্রতুল। জনস্বাস্থ্য খাতে এ উপজেলার ২০,০০০ টি দরিদ্র পরিবার নিরাপদ স্যানিটেশন ও খাবার পানি ব্যবহারের আওতায় নেই। শিক্ষা খাতে বিশেষতঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহণে উন্নত পরিবেশ ও উপকরণের সংকট তার অন্যতম কারণ। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ, বাল্যবিয়ে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব স্যানিটেশনের অনূপস্থিতির কারনে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়। জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ খাতে বড় সড়ক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করে এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মান কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগকারি সড়ক, গাইড ওয়াল, কার্লভাট ও ড্রেন নির্মান করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

৩. রূপকল্প:

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করবে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেদ্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এরা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এরা উদ্দীপক হিসেবে কাজ কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হচ্ছে, " আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?"। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৫ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বরোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। " উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, এবং উন্নত যোগাযেগ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন।"

৪. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:

খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত যেটি পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে - যেখানে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় আরোপ করবে এবং আগামী পাঁচ বছর কোন্ কোন্ লক্ষ্যে কাজ করবে তার বিবরণ থাকবে। উপজেলাসমূহ উন্নয়নের প্রধান খাতসমূত চিহ্নিত করবে যা রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। অংশীজনের অধিকার নিশ্চিতকল্পে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভূক্তি এবং অংশগ্রহণমূলক হওয়া উচিত। উপজেলা পরিষদ উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ০৫ টি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা সবচাইতে আগে প্রাধান্য পাবে বলে মনে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষতঃ ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এখানে উল্লেখ্য যে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপজেলার উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ। বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, শিক্ষা খাতে উপজেলার

প্রাথমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম কম বিধায় উপজেলা পরিষদ মাধ্যমিক শিক্ষা খাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে জাতীয় সরকার অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করেছে। এজন্য উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাবপত্র প্রদান, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ, ছাত্রীদের মাঝে উপকরণ প্রদান ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা পরিষদের লক্ষ্য হলো, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ক্লিনিকসমূহে অবকাঠামো ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে রোগীদের সেবা গ্রহণ নিশ্চিতকরন ও শতভাগ নরমাল ডেলিভারি অর্জনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো। একই সাথে উপজেলায় শতভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জন করা। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেবাগুলোকে সংযোগকারী ছোট ছোট সড়ক, বড় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গাইডওয়াল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কার্লভাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, উপকরণ প্রদান ও ভ্যাক্সিন ক্রয় করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেকার যুবক ও সমাজের পিছিয়ে পরা নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।